‘শান্তিগঞ্জ মডেল’ প্রাথমিক শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে

নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির সেমিনারে দুই উপদেষ্টা

সেমিনারে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায়

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৭ নভেম্বর ২০২৫ | ০৭:৩২

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুকান্ত সাহা। এ মডেল নিয়ে ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনীমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি’ শীর্ষক সেমিনার করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মিলনায়তনে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে শান্তিগঞ্জ মডেলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পর প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় বলেন, ‘সারাদেশে এ উদ্যোগ (শান্তিগঞ্জ মডেল) ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে।’ শান্তিগঞ্জ মডেলের প্রশংসা করে গণশিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘সুনামগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গৃহীত এ পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। পরীক্ষার ভিত্তিতে স্কুল ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের র‍্যাঙ্কিং সত্যিই এক ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, ‘শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে কোচিং ও গাইড বইয়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ফলে এগুলো বন্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিলেও কাজ হবে না।’ তিনি বলেন, প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টারের সংখ্যা বাড়ছে। গাইড বইয়ের বিক্রিও বাড়ছে। সেই সঙ্গে এসবের প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ঝোঁকও বাড়ছে। এ কারণে শুধু নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কোচিং বা গাইড বই বন্ধ করা যাবে না। বরং কেন এগুলোর চাহিদা তৈরি হচ্ছে, এসবের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে, তা আগে বুঝতে হবে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কেন এগুলোর ওপর নির্ভরশীল, সেটিই এখন মূল প্রশ্ন।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নানা অসংগতি রয়েছে। এ কারণেই হয়তো গাইড বই, কোচিং-প্রাইভেটের চাহিদা অব্যাহতভাবে বাড়ছে। কেন এ চাহিদা তৈরি হচ্ছে, কেন শিক্ষার্থীরা এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। শুধু কোচিং সেন্টার বন্ধ করলেই সমস্যার সমাধান হবে কিনা, সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। এখানে রাষ্ট্রের করণীয় কী, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক দুর্বলতা আছে। আমরা হয়তো দায়িত্বে থাকব না। কিন্তু কিছু জিনিস আমরা হয়তো দিয়ে যেতে পারছি, যেগুলো পরবর্তী সময়ে যারা দায়িত্ব নেবেন, তারা এগুলো করবেন।’

‘শান্তিগঞ্জ মডেল’ কী

মূল্যায়নের শান্তিগঞ্জ মডেল নিয়ে সেমিনারে বিস্তারিত তুলে ধরেন শান্তিগঞ্জ উপজেলার ইউএনও ও মডেলটির উদ্ভাবক

সুকান্ত সাহা। মূলত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করা এবং শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার বিষয়ে সৃজনশীল মডেলটি ‘শান্তিগঞ্জ মডেল’ নামে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মাধ্যমে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষার্থীদের ফলের ভিত্তিতে শিক্ষকদেরও পরোক্ষভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

এ মূল্যায়ন পদ্ধতি বিশেষ মানোন্নয়ন পরীক্ষা ও ব্যবস্থা সুনামগঞ্জে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করেছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি, পরীক্ষায় ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, বিষয়ভিত্তিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠাসহ ঝরে পড়ার হার রোধে অবদান রাখছে।

সেমিনারে সুকান্ত সাহা জানান, শান্তিগঞ্জ মডেল বাস্তবায়নের জন্য শান্তিগঞ্জ উপজেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিকে টার্গেট করা হয়। উপজেলার ৯৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, যা অন্যান্য পরীক্ষা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হবে। এজন্য প্রথমে কয়েকটি লক্ষ্য ঠিক করা হয়।